আগষ্টের ভাবনা ও বিবেকের তাড়না

রোজা, ঈদ আর অলিম্পিক; এই তিন কারনে বেশ কিছু দিন লেখালিখি বন্ধ ছিল। এর মধ্যেই চলে গেলেন, প্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমেদ আর আমার আইডল, সবচেয়ে প্রিয় মুক্তিযোদ্ধা, 'রেবেল' কর্নেল শাফায়াত জামিল,বীর বিক্রম।

অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম, টেলিফোনে মুক্তিযোদ্ধা, 'রেবেল' কর্নেল শাফায়াত জামিল,বীর বিক্রম এর সাক্ষাতকার নিব। অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও (আমির বন্ধুরা আমার অনুরোধে রাওয়া ক্লাব পর্যন্ত গিয়েছিল, উনার ফোন নাম্বার জোগাড় করতে) উনার ফোন নাম্বার যখন সংগ্রহ করতে পারলাম না, তখন ঠিক করেছিলাম, এবার ঢাকায় গেলে, যেভাবেই হউক, উনার সাথে দেখা করব। জিজ্ঞাসা করব, কেন কেন ৭৫ এর ৩রা নভেম্বর আপনারা মোস্তাক গং কে হত্যা করলেন না আরও অনেক প্রশ্ন। বিধিবাম, ; নিরলোভ ও প্রচারবিমুখ এই বীর মুক্তিযোদ্ধা, সকলের অলক্ষেই তার প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে, চির দিনের জন্য চলে গেলেন।

৭১ এ ক্যাপ্টেন শাফায়াত জামিলঃ স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনালগ্নে, ক্যাপ্টেন শাফায়াত জামিল, ৪থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর অধীনে ব্রাম্মনবাড়িয়া'য় অবস্থান করছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী, তাদের 'নিরস্ত্রীকরন ও বিচ্ছিন্নকরন' প্রক্রিয়ার অধীনে ৪থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট'এর সিনিয়র মোস্ট বাঙ্গালী অফিসার মেজর খালেদ মোশারফ'কে কোন এক অপারেশান এর অযুহাতে সিলেটে পাঠিয়ে দেয়। প্রতক্ষ্যর্দশী মেজর আখতার হোসেনের র্বননা মতে, ২৬ র্মাচ সকালে ক্যাপ্টেন শাফায়াত জামিল কালবিলম্ব না করে, ৪থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর কমান্ডিং অফিসার সহ তিনজন পাকিস্তানী অফিসার'কে বন্দী করেন এবং ৪থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর নেতৃত্ব গ্রহন করেন। একই সাথে তিনি ব্রাম্মনবাড়িয়া'য় প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু এবং মেজর খালেদ মোশারফ'এর সাথে যোগাযোগ করেন। তার এই সময়োপযোগী নেতৃত্বের জন্য, ৪থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট সর্ম্পূন অক্ষত অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে সক্ষম হয়।

সেই দিনের এই তরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহন যে কত গুরুত্বর্পূন ছিল তা আমরা পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারি যদি আমরা দেখি সেইদিনের অন্য বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলির অবস্থা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৫টি ইউনিট ছিল। এর মধ্যে যশোহরে ১ বেঙ্গল ও রংপুরে অবাস্থিত ৩ বেঙ্গলের অফিসার'দের সিদ্ধহ্মীনতার কারনে অনেক বাঙ্গালী সৈন্য বিনাযুদ্ধে অসহায়ভাবে পাকিস্তানীদের হাতে নিহত হন। চট্টগ্রামে ছিল ৮ বেঙ্গল, এখানে অবস্থিত বাংগালী অফিসার'রা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার ফলে, ই বি আর, সি'তে অবস্থানরত দুই হাজারের মত বাঙ্গালি সৈন্য অসহায়ভাবে বেলুচ রেজিমেন্টের হাতে নিহত হন।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সবচেয়ে বীরত্বর্পূন ও ভয়াবহ যে বিশটি যুদ্ধ হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলিতেই কর্নেল শাফায়াত জামিল নেতৃত্ব দেন। আমি তার কয়েকটির নাম ও কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি (যেমন 'অপারেশন বাহাদুরাবাদ ঘাট'/ চিলমারী রেইড, ছোটখেল আক্রমন এবং দখল)। তথ্যসুত্রে উল্লেখিত বই গুলি পড়লে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন এই বীর সম্পর্কে।

১৯৭১ সালে ততকালীণ রংপুর জেলার রৌমারী থানাই ছিল একমাত্র থানা, যা নয় মাসই মুক্ত ছিল। কর্নেল শাফায়াত জামিল মুক্তিযুদ্ধের শেষ পরযায়ে ৩য় বেঙ্গলের সাথে সিলেটে মূভ করার পূব্ব পর্য্যন্ত এই মুক্তাঞ্চলের দ্বায়িত্বে ছিলেন।

৭৫ ও কর্নেল শাফায়াত জামিলঃ ১৫ আগষ্টের নারকীয় হত্যাকান্ডের ঘটনার র্নিমমতা ও আকস্মিকতায় একদিকে সমগ্র জাতি স্তম্ভিত, বিশাল কিন্তু অসংগঠিত আওয়ামী লিগের র্কমীবাহিনী দিকনির্দেশনা বিহীন এবং একই সাথে হতভম্ব। অন্যদিকে সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ সহ দুই বাহিনী প্রধানের লজ্জাজনক আত্মসর্মপন, ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে একজন অসম সাহসী সেনা র্কমর্কতা নির্স্বাথভাবে এগিয়ে এসেছিলেন প্রতিবাদ করতে। যিনি কখনোই এই অন্যায় মেনে নেন নি, আর **এই অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধার নাম কর্নেল শাফায়াত জামিল**, বীর বিক্রম। ব্রিগেড কমান্ডার; ৪৬ ইনফেন্ট্রি ব্রিগেড। এই পাল্টা অভূথ্যান'এর মধ্য দিয়েই ১৫ই আগষ্টের খুনীদের ক্ষমতা ও দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। খুনী মোস্তাক ও তার সহযোগীদের অপসারন করা হয় ক্ষমতা ও বঙ্গভবন থেকে। যার নেপথ্যে, মূল নায়ক ছিলেন **কর্নেল শাফায়াত জামিল**, বীর বিক্রম।

সেই সময়, ৩ থেকে ৬ ,নভেম্বর এই চারদিন, খালেদ মোশাররফ'এর রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষন না দিয়ে জাতিকে অন্ধকারে রাখা, মোস্তাক গং কে শেষ না করে মোশ্তাক গং এর সাথে আলোচনা করা (!!!), সেনাপ্রধান হওয়া এবং নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ এ সময় ক্ষেপন করার ফলে এবং একই সময়ে কর্নেল তাহের এর নেতৃত্বে পরর্বতীতে ৭ নভেম্বর 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামক হঠকারী রাজনৈতিক পরীক্ষা'র ফলে, ৩রা নভেম্বরের এই মহান উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়। ৭ নভেম্বর সকালে শেরে বাংলা নগরে, তিন বীর মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তম এবং কর্নেল হুদা, বীর উত্তম ও ক্রাক প্লাটুনের প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল হায়দার, বীর উত্তম; ২ ফিল্ড আর্টিলারীর উচ্ছৃংখল সৈনিকদের হাতে নিহত হন। ৭ নভেম্বর সকালে বঙ্গভবন ত্যাগের সময় শাফায়াত জামিল আহত হন এবং তার একটি পা ভেঙ্গে যায়, যার ফলশ্রুতিতে পরর্বতী জীবন তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটেন।

এই মহান উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে গেলে, "শাফায়ার জামিলকে (ফোনে) পেয়ে জিয়াউর রহমান বলেছিলেন 'ফরগেট এন্ড ফরগিভ। ইউ কাম ব্যাক'। তার উত্তরে শাফায়াত জামিল এরকম একটা কিছু বলেছিলেন, **'আই এম আ রেবেল এন্ড উইল রিমেইন সো'" !**

চাটুকার পরিবেষ্ঠিত এবং স্মৃতিভ্রস্ট আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কখনোই এই বীরের ত্যাগ আর দেশপ্রেমের মূল্যায়ন না করলেও আমার আশা ছিল, ১৯৭১ এবং ১৯৭৫ এর সহযোদ্ধা, র্বতমান প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন তাজ (অবঃ) এবং এম, পি র্কনেল নজরুল (অবঃ) ভাই, অন্তত সংসদে দাঁড়িয়ে এই বীরের প্রতি সম্মান প্রর্দশন করবেন।

র্কনেল শাফায়াত জামিল'এর মৃত্যুর পর দেখলাম, র্বতমান প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন তাজ (অবঃ) বলেছেন, র্কনেল শাফায়াত জামিল' "আমদের পিতার মত ছিলেন"। প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন তাজ (অবঃ) এর কাছে আমার প্রশ্ন, আপনি কি জীবিত কালে আপনার পিতার প্রতি দ্বায়িত্ব পালন করেছিলেন? করেন নাই, তা আমরা সবাই জানি। এখনও কিন্তু আপনার মৃত পিতার প্রতি নূন্যতম দ্বায়িত্ব পালনের সময় ও সূযোগ আছে, পালন করবেন কি না, তা আপনার বিবেকের ব্যাপার।

তথ্য সূত্রঃ

১। বাংলাদেশঃ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১; ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন
২। ৭৫ এর তিনটি অভূথ্যানঃ লে র্কনেল আব্দুল হামিদ
৩। বাংলাদেশ, দ্য আন ফিনিশড রেভূলশন, লরেন্স লিফস্যূলজ
৪। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে আটাশ বছর, মেজর জেনারেল মুহম্মদ ইব্রাহীম
৫। মাইনর টাইর্গাস ও স্বাধীনতা যুদ্ধ, লেঃ র্কনেল মোঃ তৌফিক-ই-ইলাহী
৬। জ়ীবনের যুদ্ধ যুদ্ধের জীবন, লেঃ র্কনেল এস আই নুরুন্নবী খান, বীর বিক্রম
৭। বার বার ফিরে আসি, মেজর আখতার হোসেন
৮। একাত্তরের বিশটি ভয়াবহ যুদ্ধ, মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি
৯। মুক্তির জন্য যুদ্ধ, র্কনেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম
১০। একাত্তুরের গেরিলা, জহিরুল ইসলাম
১১। মেজর জেনারেল আমীন আহম্মদ চৌধুরী বীর বিক্রম এর সাক্ষাতকার
http://www.prothom-alo.com/detail/date/2010-11-07/news/107247
৭৫ এ প্রতক্ষ্যর্দশী, লেখক

নাজমুল আহসান শেখ, ২০ আগষ্ট, ২০১২, সিডনী, Victory1971@gmail.com